যুব বার্তা

ত্রৈমাসিক সংবাদ সাময়িকী

অদম্য

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

জুলাই-সেপ্টেম্বের ২০১৮ | ৪৫তম সংখ্যা

যুব সমাজকে নিরাপদ জায়গা করে দিতে হবে - জয়াথমা বিক্রমানায়েক

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০১৮ উপলক্ষে দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জাতিসংঘ মহাসচিব এর যুব বিষয়ক দূত জায়াথমা বিক্রমানায়েক।

জাতিসংঘ মহাসচিবের যুব বিষয়ক দূত জায়াথমা বিক্রমানায়েক (Jayathma Wickramanayake) বলেছেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগ্য নেতৃত্ব গঠনে যুব সমাজকে নিরাপদ ডিজিটাল জায়গা করে দিতে হবে। তিনি সাভারে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক যুব দিবস'১৮ উপলক্ষে দিনব্যাপি আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। জাতিসংঘ দূত বলেন, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে যুব সমাজকে কাজে লাগিয়ে উন্নত ও শান্তিপূর্ণ নিরাপদ বিশ্ব গঠন করতে হলে দক্ষিণ এশিয়ার যুব সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। জায়াথমা বলেন, যুব সমাজকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আরো বেশি যোগ্য ও দক্ষ করে তুলতে হবে। রোহিঙ্গা সমস্যার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, জাতিসংঘ অবিলম্বে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান চায় এবং ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সভাপতির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বীরেন শিকদার বলেন, বিশ্ব শান্তি ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুন্দর পৃথিবী গড়তে যুব সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ক্ষুধা, দারিদ্র ও সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব গড়তে সবাইকে কাজ করতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সারাদেশে যুব সমাজকে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক বলেন, ডিজিটাল দুনিয়ায় যুব সমাজকে নিরাপদ রাখতে হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধা পেয়ে সাধারণ মানুষ আজ কর্মমুখী হয়ে ওঠেছে। এদেশে কোন যুবকই বেকার থাকবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জাহিদ আহসান রাসেল এমপি ও ইয়ুথ ভয়েসের পক্ষে ফাহমিদা ফায়াজ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয় এবং সংসদ সদস্য নাঈম রাজ্জাক প্রমুখ।

যুব উন্নয়ন অদিদপ্তরে জাতীয় শোক দিবস উদযাপিত

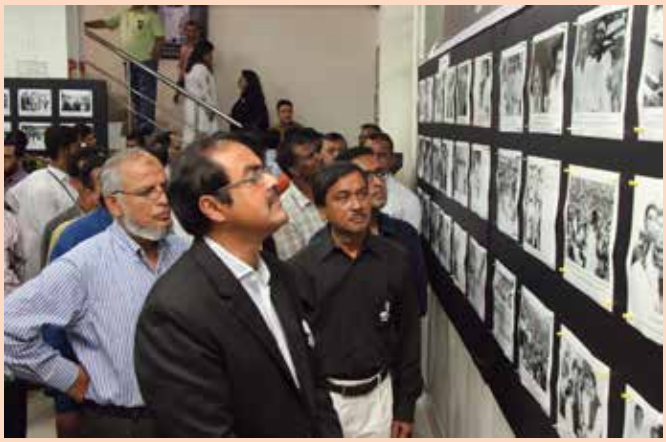

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের উপর আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শণীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গত ১৫ আগস্ট যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কোরআন খতম, দোয়া, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি এবং বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক আ, ন, আহম্মদ আলীর সভাপতিত্বে "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ" শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত সচিব এ,বি,এম,রুহুল আজাদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত সচিব মহোদয় বলেন বাঙালী জাতির দৈহিক গঠনের যে স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য তা থেকে বঙ্গবন্ধু ব্যতিক্রম ছিলেন। অর্থাৎ অধিকাংশ বাঙ্গালী যেখানে খর্বকায় ও দূর্বল দেহের অধিকারী বঙ্গবন্ধু সেখানে সুঠাম ও সুদর্শন দেহের অধিকারী ছিলেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তাঁকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে এদেশীয় খুনীরা বাংলাদেশকে পাকিস্থানী ভাবধারায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং ৭৫ পরবর্তীতে অনেকাংশে সফলও হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে প্রত্যাবর্তনের মধ্যদিয়ে তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধু যদি আমাদেরকে স্বাধীনতা এনে না দিতেন তা হলে জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারতামনা। সভাপতির বক্তব্যে ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক আ, ন, আহম্মদ আলী বলেন, আমি তখন ৭ম শ্রেণির ছাত্র। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে রেডিওতে ঘোষণা শুনতে পাই 'আমি মেজর ডালিম বলছি, শেখ মুজিবকে হত্যাকরা হয়েছে', কতটা অসভ্য হলে একজন মহান নেতাকে হত্যা করে এভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে পারে! বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যদিয়ে তাঁরা বাঙ্গালী জাতির মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। দুঃখজনক হলো সেই খুনিদের অনেকেই এখনও বিদেশে পলাতক থাকায় তাদের বিচারের রায় কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। এদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের রায় কার্যকর করতে হবে। অনুষ্ঠানে ঢাকা জেলার ৫০ জন যুবকে বিভিন্ন প্রকল্পে ৩৬,৩৫,০০০/- যুব ঋণ দেওয়া হয়। সবশেষে ১৫ আগস্ট শাহাদাৎ বরণকারী বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সকল সদস্যের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

প্রকাশনায়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, E-mail: publication@dyd.gov.bd, Website: www.dyd.gov.bd www.facebook.com/departmentofyouthdevelopmenthq

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের মধ্যে সমঝোতা স্মারক বিনিময়।

যুবদের সামাজিক নেতৃত্বে দক্ষতা তৈরির উদ্দেশ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক বিনিময় করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের পরিচালক বারবারা উইকহ্যাম

দেশের যুব সমাজের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী মনোভাবের স্ফূরণ ঘটানোসহ তাদের সামাজিক নেতৃত্বের দক্ষতা তৈরির উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিল ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঝে সম্প্রতি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম। এ সময় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) আ, ন, আহম্মদ আলী এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো ফাইজুল কবির, মো ওমর ফারুক, মো কামাল উদ্দীন বিশ্বাস, মো মোশাররফ হোসেন মোল্লাসহ সংশ্লিষ্ট আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটিশ কাউন্সিলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের পরিচালক বারবারা উইকহ্যাম, পরিচালক (সোসাইটি) ড. শাহনাজ করিম, প্রধান (সোসাইটি) তৌফিক হাসান। এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মিলে একটি ফেসিলিটেটর রিসোর্স পুল তৈরি করবে যারা বাংলাদেশ জুড়ে যুবদেরকে সামাজিক নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবরা তাঁর কমিউনিটিতে যেয়ে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক বিষয় নিয়ে কাজ করবে এবং কাজ শেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের যৌথ সনদ প্রাপ্ত হবে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ ও ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ; এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয়, জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সকল কার্যক্রমে যুবদের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। যুবদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সক্ষম সামাজিক উদ্যোক্তা তৈরির জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নানামুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি আরো বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে আমাদের এই যৌথ উদ্যোগ বাংলাদেশের যুবদের জন্য আন্তর্জাতিকমানের যুব নেতৃত্ব বিষয়ক কর্মসূচি প্রণয়ন ও সম্পাদনের দ্বার উন্মুক্ত করবে। সেইসাথে বাংলাদেশের যুবদের জন্য বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত 'সক্রিয় নাগরিক' (Active Citizens)-এর নেটওয়ার্কে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ তৈরি করবে। মিস বারবারা উইকহ্যাম বলেন, বাংলাদেশের যুবদের মাঝে নেতৃত্ব বিষয়ক দক্ষতা তৈরির জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিল অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি বলেন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে দেশের পরবর্তী যুব প্রজন্মকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। ব্রিটিশ কাউন্সিল তার ফ্ল্যাগশীপ কর্মসূচি 'সক্রিয় নাগরিক' (Active Citizens)-এর উদ্যোগে ইতোমধ্যে দেশের প্রায় ৪০ হাজার যুবকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাদের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করেছে।

মিস বারবারা এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রদানকারী আরো অধিক সংখ্যক যুবদের নিয়ে কাজ করবার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) আ, ন, আহম্মদ আলী বলেন, যুবদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন। তিনি আরো বলেন, এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রায় ২ হাজার জন যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবরা তাদের এলাকা/কমিউনিটিতে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজ করবে এবং তারা সমাজে 'চেঞ্জ মেকার'-এর ভূমিকা পালন করবে।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচীর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) আ, ন, আহম্মদ আলী

১১ জুলাই ২০১৮ প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও গতিশীল করণে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) আ, ন, আহম্মদ আলী'র সভাপতিত্বে আয়োজিত কর্মশালায় মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন জেলার উপপরিচালকবৃন্দ ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

স্বাগত বক্তব্যে পরিচালক (ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি) আবুল হাছান খান বলেন- ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সরকারের একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি ৩৭ টি জেলার ১২১ টি উপজেলায় এটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে এটি শুরু হয়েছে, এটি বিরাট কর্মযজ্ঞ। কর্মসূচিটি আরো সুন্দর করে বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি তথা সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জল করতে হবে। যুবদের প্রশিক্ষণ দিয়ে অস্থায়ী কর্মসংস্থানে সংযুক্ত করে জাতিগঠনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করাই ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচীর লক্ষ্য। অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, মেলান্দহ, জামালপুর মোঃ মাহফুজুল হক ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচী, বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- প্রাথমিক যাচাই বাছাই সঠিকভাবে করার ফলে পরবর্তী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলার উপপরিচালক (চঃদাঃ) তার অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বলেন ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি একটি যুগোপযোগি কর্মসূচি, এর মাধ্যমে অনেক যুবকের অস্থায়ী কর্মসংস্থান হয়েছে। ফেনী জেলার উপপরিচালক মোঃ মাকসুদুর রহমান বলেন-মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঘরে চাকরি দেয়ার লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির সংগে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমরা গর্বিত। এই কর্মসূচি সম্প্রসারিত করে যুবদের বেকারত্ব দূর করার অনুরোধ জানান। পরিচালক (দাবিঃ ও ঋণ) মোঃ এরশাদ -উর - রশীদ বলেন- এই কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। এই কাজটি করার জন্য মাননীয় প্রধান মন্ত্রী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপর আস্থা রেখেছেন। দুই বছর সংযুক্তির পর যুবদের পরবর্তী ৩ বছর পর্যন্ত ফলোআপ করার ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা বিবেচনা করার অনুরোধ জানান। সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) আ, ন, আহম্মদ আলী বলেন- সরকারের একটি মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের দায়িত্ব যুব উন্নয়নের উপর ন্যাস্ত হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচীর মাধ্যমে ঘরে ঘরে চাকরি দেয়া বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গিকার। তিনি সরকারের ভাবমূর্তি বাড়ানোর জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির প্রচার প্রচারণা বাড়ানোর আহ্বান জানান।

৪র্থ উন্নয়ন মেলা-২০১৮

মাগুড়া ঃ ৪র্থ উন্নয়ন মেলা-২০১৮ প্রতিবারের ন্যায় এবারও মাগুরা জেলাতে অত্যন্ত সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়েছে। জেলা কার্যালয়ের স্টলটি মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, অতিরিক্ত সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার খুলনা বিভাগ, উপ-সচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন করেন। মেলা শেষে সার্বিক মূল্যায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্টলটিকে শ্রেষ্ঠ স্টল হিসেবে ৩য় পুরষ্কার প্রদান করা হয়। জেলার মোহাম্মদপুর ও শালিখা উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ষ্টল দুটি শ্রেষ্ঠ স্টল হিসেবে ২য় পুরষ্কার পেয়েছে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও পরিবর্তন চাই এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্বারক বিনিময় করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক আ,ন,আহম্মদ আলী ও পরিবর্তন চাই এর চেয়ারম্যান ফিদা হক

১০ জুলাই যুব ভবনের সভাকক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও পরিবর্তন চাই এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ,বি,এম রুহুল আজাদ। ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক আ, ন, আহম্মদ আলীর সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় পরিবর্তন চাই এর পক্ষে চেয়ারম্যান ফিদা হক। কমিউনিকেশন অফিসার মোঃ নাবিদুল হক এবং প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মোঃ আবু মুসা উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন সচিবের একান্ত সচিব আব্দুল আউয়াল (উপসচিব)।

দেশব্যাপী পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি যুবদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর দেশটাকে পরিস্কার করে দেব প্রোগ্রামের আয়োজন করা হবে বলে পরিবর্তন চাই এর পক্ষ থেকে জানানো হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়টি প্রশিক্ষণ কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নারায়নগঞ্জ, সাভার ও বগুড়ায় পাইলট আকারে শুরু করা হবে। প্রশিক্ষন কেন্দ্র সমূহে কালার কোড ব্যবহার করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হবে। পরবর্তীতে তাদের ফিডব্যাক নিয়ে সারাদেশে বাস্তবায়ন করা হবে।

অনুষ্ঠানে পরিচালক (পরিকল্পনা) আবুল হাছান খান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও পরিচালক (দাবিঃ ও ঋণ) মোঃ এরশাদ-উর-রশীদসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বলেন, উন্নত দেশের সাথে আমাদের পার্থক্যের অন্যতম বিষয় হচ্ছে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমাদের এই ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেনি এর সঙ্গে দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। তিনি যুবর পাশাপাশি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান গুলোর সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। সচিবালয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করার অনুরোধ করেন। যার প্রভাব পুরো সচিবালয়ে পড়বে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতির বক্তব্যে ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক আ, ন, আহম্মদ আলী বলেন- পরিবর্তন করতে হলে মানষিকতার পরিবর্তন করতে হবে। আর তাহলেই সব কিছুই সুন্দর হবে। এ লক্ষেই আমরা পরিবর্তন চাই এর সাথে একতাবদ্ধ হচ্ছি। তিনি আরো বলেন পরিবেশ রক্ষা করা মানেই নিজেকে রক্ষা করা। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক আ,ন, আহম্মদ আলী এবং পরিবর্তন চাই এর পক্ষে চেয়ারম্যান ফিদা হক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

অধিদপ্তরের সমন্বয় সভা

পেনশন ও অডিট বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ

পেনশন ও অডিট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক আ, ন, আহম্মদ আলী।

১০ জুলাই -২০১৮ প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে পেনশন ও অডিট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক আ, ন, আহম্মদ আলী। রিসোর্স পার্সন হিসেবে বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন পরিচালক (পরিকল্পনা) আবুল হাছান খান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পরিচালক (দাবিঃ ও ঋণ) মোঃ এরশাদ-উর-রশীদ ও অধ্যক্ষ এইচ এম জিল্লুর রহমান। প্রধান অতিথি পেনশন ভোগীদের ভোগান্তি লাঘবে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার এবং অডিটের আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে সকলকে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণে প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্প পরিচালকের কেন্দুয়ায় মোবাইল ভ্যানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন

কেন্দুয়া উপজেলায় আইসিটি ভ্যানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) ও প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আবুল হাছান খান।

'জেগেছে যুব গড়বে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'-এই শ্লোগান সামনে রেখে যুব সমাজকে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে 'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ' (টেকাব) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার উপজেলা পর্যায়ে মাসব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ১ নভেম্বর নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলায় মাসব্যাপী আইসিটি মোবাইল ভ্যানে প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়েছে। গত ১১ নভেম্বর কেন্দুয়া উপজেলায় আইসিটি ভ্যানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) ও প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আবুল হাছান খান।

তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন এবং প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তাদের স্বাবলম্বী হয়ে নিজ জীবন ও দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেন। উল্লেখ্য, ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ৪টি ব্যাচে ভাগ করে এ উপজেলার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন প্রশিক্ষক এসএমএ পারভেজ এবং সহকারী প্রশিক্ষক মো ইব্রাহিম মোল্লা।

১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন

আন্তর্জাতিক যুব দিবস/২০১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে নাটোর জেলায় আলোচনা সভা

নাটোর ঃ ১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস/২০১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে নাটোর জেলায় যুব র‍্যালী, বৃক্ষরোপন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবসের কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শাহিনা খাতুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুবীধ কুমার মৈত্র, অধ্যাপক (অবঃ) রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী ও মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যক্ষ দিঘাপতিয়া এম, কে (অনার্স) কলেজ, নাটোর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নওশাদ আলী, উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নাটোর। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব নওশাদ আলী তিনি আন্তর্জাতিক যুব দিবসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনা করেন বিশেষ অতিথি সুবীধ কুমার মৈত্র, তার বক্তব্যে যুব সমাজকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মুক্ত সমাজ গঠনে যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে,তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছাড়া সুষ্ঠ সমাজ গঠন অসম্ভব। যুবরাই পারে এ সমস্ত অনৈতিক কার্যকলাপ রুখে দিতে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীতে যত বড় বড় সমাজ সংস্কার মূলক আন্দোলন হয়েছে সেখানে এ যুবরাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের এই সোনার বাংলাদেশকে মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত করে একটি সুন্দর, অসাম্প্রদায়িক জনকল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন এলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব সমাজের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশ তথা নাটোরেও কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান।

১২ আগষ্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভালুকা উপজেলায় যুব র‍্যালী

ভালুকা, ময়মনসিংহ ঃ ১২ আগষ্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস/২০১৮ইং উদযাপন উপলক্ষ্যে যুব র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত যুব র‍্যালী ও আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য অফিসার, পরিসংখ্যান ও সমবায় কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদের অন্যান্য দপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী এবং ভালুকা পাইলট যুব ক্লাব ও প্রত্যাশা যুব ক্লাবের সদস্যা/সদস্যবৃন্দ।

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ ঃ ১২ আগস্ট ২০১৮ খ্রিঃ মুক্তাগাছা উপজেলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় "safe spaces for Youth" যুবদের জন্য নিরাপদ স্থান এ প্রতিপাদ্যের আলোকে আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০১৮ পালন করা হয়। দিবসটির তাৎপর্য আরো অর্থবহ করে তোলার জন্য এ উপজেলায় সকাল ১০.০০ ঘটিকায় প্রশিক্ষিত যুব/ যুব মহিলা, যুব ঋন গ্রহিতা, যুব সংগঠক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকল স্তরের লোকজনদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য যুবর‍্যালী উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালীসহ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠানের দিক নির্দেশনায় ছিলেন উপজেলার সুযোগ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুবর্ণা সরকার। র‍্যালী শেষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সংগঠক, আত্মকর্মীসহ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা দিবসের গুরুত্ব উল্লেখ করে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

ধোবাউড়া উপজেলায় আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে যুব র‍্যালী

ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ঃ ধোবাউড়া উপজেলায় আন্তর্জাতিক যুবদিবস ২০১৮ পালন করা হয়। উক্ত দিবস উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মোস্তফা কামাল হোসেন খান, ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ,ধোবাউড়া,ময়মনসিংহ। উক্ত অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সাইফুল ইসলাম,উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, উপজেলা সমবায় অফিসার, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোঃ মাহদী হাসান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নব যোগদানকৃত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান কে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হচ্ছে

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ ও অর্পণ করছেন মহাপরিচালক জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান ও (ভারপ্রাপ্ত) মহাপরিচালক আ, ন, আহম্মদ আলী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের টেকাব প্রকল্প ৭ হাজারের অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে আইসিটি মোবাইল ভ্যানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

আইসিটি মোবাইল ভ্যানে প্রশিক্ষণরত যুবক ও যুবমহিলাগণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন 'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব)' শীর্ষক কারিগরি প্রকল্পের সহায়তায় ৭ হাজারের অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের জন্য সরকারের এই কার্যক্রম ইতোমধ্যে ব্যাপক প্রসংশা কুড়িয়েছে। সূত্র জানায়, ২০১৫ সালে কার্যক্রম শুরু করা এই প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশের বিভিন্ন উপজেলায় ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আদলে গড়ে তোলা আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সজ্জিত মোবাইল ভ্যানে যুবক ও যুব মহিলাদের কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে ১ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৬ সালের মে মাস থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরুর পর চলতি ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত ৭ হাজার ২শ' ৮ জন যুবক ও যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতি মাসে ৭টি বিভাগের ৭টি উপজেলায় ভ্রাম্যমান আইসিটি ভ্যান অবস্থানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। প্রতি মাসে ৭ উপজেলায় ৪০ জন করে মোট ২শ' ৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ৩ হাজার ৩শ' ৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, প্রকল্পের উদ্যোগে অভিনব পদ্ধতিতে আইসিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে ব্যাপক প্রসংশা অর্জন করেছে। সংশ্লিষ্ট উপজেলাগুলোতে মানুষের মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। তারা বলেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গরীব শিক্ষিত ও বেকার গ্রামীণ যুবদের কর্মসংস্থানের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করবে। সেই সাথে বাংলাদেশের গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত যুবদের আইসিটি প্রশিক্ষণে প্রবেশাধিকারও নিশ্চিত হবে এবং বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে বাস্তবে রূপ দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পাশাপাশি বাজার চাহিদা অনুযায়ী আইসিটি দক্ষতাভিত্তিক যেমনঃ ডেক্সটপ, গ্রাফিক্স ডিজাইন ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গরীব যুবদের কর্মসংস্থানের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের এই কার্যক্রমের ফলে গ্রামীণ যুবদের আইসিটি শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন সংশ্লিষ্টরা। উল্লেখ্য, এ কার্যক্রমের আওতায় দেশের বিভিন্ন উপজেলায় একটি করে মোবাইল ভ্যান অবস্থান করে এবং ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ২০ জন এইচএসসি পাশ যুবক ও ২০ জন এসএসসি পাশ যুব মহিলা মোট ৪০ জন যুবক/যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিটি ভ্যানে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একজন প্রশিক্ষক ও একজন সহকারী প্রশিক্ষক অবস্থান করেন। ১০টি ল্যাপটপ, ১টি করে স্ক্যানার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও জেনারেটরসহ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রাদির দ্বারা এই ভ্যানগুলো সজ্জিত।

মহাপরিচালকের যোগদান

জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে মহাপরিচালক হিসেবে ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮খ্রিঃ তারিখে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬২ সালের ৪ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ শওকত আলী,মাতা-রিজিয়া খাতুন। দুই সন্তানের জনক জনাব শহিদুজ্জামান বিসিএস ৭ম ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের সদস্য। চাকরি জীবনে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন। লালমনিরহাট জেলার কালিগঞ্জ উপজেলা এবং নড়াইল সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক হিসেবে ঠাকুরগাঁও জেলার এবং বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে বরিশাল বিভাগে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালক হিসেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে যোগদানের পর যুবদের উন্নয়নে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশী।

৭ উপজেলায় মোবাইল ভ্যানে মাসব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন 'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব)' প্রকল্পের সহায়তায় প্রতি মাসে বাছাইকৃত ৭টি উপজেলায় মোবাইল ভ্যানে মাসব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চলতি আগস্ট মাসে নতুন আরো ৭টি উপজেলায় এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হওয়া উপজেলাগুলো হচ্ছে-মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলা, কুমিল্লার মুরাদনগর, রাজশাহীর বাঘা, ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ, বরিশালের উজিরপুর, হবিগঞ্জের বাহুবল এবং কুড়িগ্রামের নাগেশ্বর উপজেলা। এই ৭টি উপজেলার প্রতিটিতে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আদলে গড়ে তোলা আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সজ্জিত ৭টি মোবাইল ভ্যান বর্তমানে অবস্থান করছে এবং প্রতিটি ভ্যানে প্রশিক্ষণার্থী যুবক ও যুব মহিলাদের কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিংসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

দেশের উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা আত্মকর্মে নিয়োজিত করার এই উদ্যোগ ইতোমধ্যে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। সংশ্লিষ্ট উপজেলাগুলোতে সাধারণ মানুষের মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়েও আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, এ কার্যক্রমের আওতায় দেশের বিভিন্ন উপজেলায় একটি করে মোবাইল ভ্যান অবস্থান করে এবং ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ২০ জন এইচএসসি পাশ যুবক ও ২০ জন এসএসসি পাশ যুব মহিলা মোট ৪০ জন যুবক/যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিটি ভ্যানে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একজন প্রশিক্ষক ও একজন সহকারী প্রশিক্ষক অবস্থান করেন। ১০টি ল্যাপটপ, ১টি করে স্ক্যানার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও জেনারেটরসহ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রাদির দ্বারা এই ভ্যানগুলো সজ্জিত।

যুব তথ্য কণিকা

নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়	শুরু থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	জানুয়ারি ২০০৯-সেপ্টেম্বর ২০১৮
০১.	বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ	৫৫,০১,৫৯০ জন	২৪০৬৬৪১ জন
০২.	প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	২১,৩২,১৬৮ জন	৬২১৯১২ জন
০৩.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	১৯৩৯৮৫ জন	১৯৩৯৮৫ জ
০৪.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৯১৬৫১ জন	১৯১৬৫১ জন
০৫.	ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ	১৭১৯,৯২.৯০ লক্ষ টাকা	৮৮৬৩১.৬৩ লক্ষ টাকা
০৬.	ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৯০৯০৩৩ জন	১৯৯৮৮৮ জন
০৭.	তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৮৩৫২ টি	১১৩৬৬ টি
০৮.	স্বীকৃতি/নিবন্ধনভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	২৯৯৩ টি	২৯৯৩ টি

যুব পরিবারের সন্তানদের সাফল্য

ক) তাসনিয়া তানজিম মীম ঃ তাসনিয়া তানজিম মীম ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত এইচ,এস,সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে ভিকারুন্নেসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ হতে অংশগ্রহণ করে জি পি এ (গোল্ডেন) - ৫ পেয়েছে। সে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (বাস্তবায়ন) ফাতেমা বেগম এর ২য় মেয়ে। সে এস,এস,সি পরীক্ষাতেও একই স্কুল এন্ড কলেজ হতে জিপিএ (গোল্ডেন) -৫ পেয়েছে। সে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষা বর্ষে বুয়েট এ EEE তে ভর্তি হয়েছে। সে তার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

খ) উম্মে হাবিবা তিশা ঃ উম্মে হাবিবা তিশা ২০১৮-২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত মেডেকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জামালপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। সে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রী। সে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়ের গাড়ীচালক জনাব মনজুর হোসেন এর মেয়ে। তাঁর সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

গ) মারজান রহমান ঃ মারজান রহমান ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত এস,এস,সি পরীক্ষায় বিপুলাসার আহম্মদ উল্যা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫সহ সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে। মারজান রহমান পি,এস,সি ও জে,এস,সি পরীক্ষায় জিপিএ-৫সহ টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। সে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের উচ্চমান সহকারি মাহফুজুর রহমান এবং কাঁচি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষিকা রাবেয়া বেগম এর বড় মেয়ে। তাঁর সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

ঘ) দেওয়ান সিফাত হোসেন ঃ দেওয়ান সিফাত হোসেন ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বালিয়াটি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাঁটুরিয়া থেকে জিপিএ-৫সহ সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে। সে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সাঁটুরিয়া, মানিকগঞ্জ এর পুত্র সন্তান। সে তার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

ঙ) ইসরাত জাহান ঃ ইসরাত জাহান ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ধামরাই টিউটোরিয়াল হোম প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাঁটুরিয়া থেকে জিপিএ-৫সহ ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। সে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্রেডিট সুপারভাইজার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এবং পারভীন আক্তারের মেয়ে। সে তার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

চ) ফয়সাল আব্দুল্লা ঃ ফয়সাল আব্দুল্লা ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হতে অংশগ্রহণ করে জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে প্রধান কার্যালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর মোঃ আজাহার আলী এবং রাহেমা খাতুনের ছেলে। সে তার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

ছ) মুশফিকুর রহমান শাইখ ঃ মুশফিকুর রহমান শাইখ ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত জেএসসি পরীক্ষায় গভঃ মুসলিম হাইস্কুল চট্রগ্রাম হতে অংশ গ্রহন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত উপপরিচালক (প্রকাশনা ও আত্মকর্ম) মোঃ মোখলেছুর রহমানের পুত্র। তাঁর সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

জ) মুশফিজুর রহমান শাবীব ঃ মুশফিজুর রহমান শাবীব ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় চট্রগ্রাম হাউজিং এন্ড সেটেলমেন্ট পাবলিক স্কুল হতে অংশ গ্রহন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত উপপরিচালক (প্রকাশনা ও আত্মকর্ম) মোঃ মোখলেছুর রহমানের পুত্র। তাঁর সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

শোক সংবাদ

ক) ফরিদপুর জেলা কার্যালয়ের ব্লক বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডেমোনেষ্ট্রেটর মীর আতাউর রহমান শারিরীক অসুস্থ্যতাজনিত কারণে ২৬ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১২.৩০ ঘটিকার সময় মৃত্যু বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন) । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বৎসর ৯ মাস ১৮ দিন। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা তার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

খ) ভোলা জেলা কার্যালয়াধীন তজুমুদ্দিন উপজেলা কার্যালয়ের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর আবুল হোসেন খান হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তজুমদ্দিন সদর হাসপাতালে ১১ জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ মৃত্যু বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন) । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বৎসর ৫ মাস ৮ দিন। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা তার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

গ) কুমিল্লা জেলা কার্যালয়াধীন আদর্শ সদর উপজেলা কার্যালয়ের ক্রেডিট সুপারভাইজার মীর হোসেন ভূইয়া হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ১০ আগষ্ট ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ রাত ১২ ঘটিকায় মৃত্যু বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন) । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৫৫ বৎসর। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা তার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

ঘ) ঝালকাঠি জেলা কার্যালয়াধীন নলছিটি উপজেলা কার্যালয়ের ক্রেডিট সুপারভাইজার মোঃ এনায়েত হোসেন হাওলাদার লিভার ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১২ ঘটিকায় মৃত্যু বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন) । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৫০ বৎসর ৭ মাস ১২ দিন । তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা তার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

ঙ) লক্ষীপুর জেলা কার্যালয়াধীন রায়পুর উপজেলা কার্যালয়ের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর মোঃ আনোয়ার হোসেন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১২ ঘটিকায় মৃত্যু বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন) । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৪৫ বৎসর ২ মাস ৮ দিন । তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা তার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।